দৈনিক বাংলা

019

তারিখ ... 15.6.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

# ছাত্রদের উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ হলের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি রোধ করার জন্যে ছাত্র নেতারা একটি পরিদর্শন টিম গঠন করেছেন। হল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে হল পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং হলের দুর্নাম ঘোচাবার উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়। খবর পত্রিকান্তরের।

সলিমুল্লাহ হল কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। ছাত্ররা যে তাদের মিথ্যা দুর্নাম ঘোচাবার জন্যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছেন, এর চাইতে খুশীর খবর আর কিছুই হতে পারে না। সমাজের সর্বত্র এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভালো ও মন্দের অবস্থান আছে। মুষ্টিমেয় মন্দ লোকের জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভালো লোককে অনেক সময়ই দুর্নামের বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু এই বোঝা দীর্ঘদিন বহন করা কোন কাজের কথা নয়।

রাজধানীর বিভিন্ন ছাত্রাবাসে মাঝে মাঝে যেসব ঘটনা ঘটে কিংবা যে ধরনের খবর প্রকাশিত হয় তাতে, শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষকে সত্যিই লজ্জা ও দুশ্চিন্তার ভাগীদার হতে হয়। গতকালের খবর: সূর্যসেন হলে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষে দুইজন ছাত্র আহত হয়েছে। কিছুদিন আগে আর একটি হলে ভিসিআর দেখাকে কেন্দ্র করে অনেক ঝামেলাই হয়ে গেছে। এসব ঘটনা ছাত্রাবাসগুলিতে এমন অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে যে অন্য ছাত্রদের জন্যেও লেখাপড়া তো দূরের কথা স্বস্তিতে জীবনযাপন করাই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেকেই তো লেখাপড়া করতে চায়। পড়াশোনা করার জন্যেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, ছাত্রাবাসে থাকে। কিন্তু ছাত্রাবাসগুলি কোথাও যুদ্ধক্ষেত্র কোথাওবা অন্য রকম অঘটনের কেন্দ্র হয়ে উঠলে সাধারণ ছাত্ররা কোথায় যাবে?

ছাত্রাবাসের অঘটনগুলিকে অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যা ঘটে বা ঘটতে পারে, ছাত্রাবাসগুলির ঘটনায় অনেক সময়েই তারই প্রতিফলন দেখা যায়। আসলে আমাদের গোটা শিক্ষাঙ্গনেই যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সব ঘটনাকেই তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা কেন জাগে? সেকি হতাশা থেকে নাকি সামনে কোন সুন্দর আদর্শের অনুপস্থিতিতে? বিষয়টা বিচার-বিশ্লেষণ করে অন্যভাবেও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা চিন্তা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল ছাত্রদের দিয়ে যখন কোন নীতিহীন কাজ করিয়ে নিতে চান তখন তাদের মনে রাখা উচিত যে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে।

আমরা যখন হল পরিস্থিতি নিয়ে লিখছি তখন আমরা সম্পূর্ণ সচেতন যে গোটা সমাজে কলুষ সঞ্চিত হয়ে আছে বলেই ছাত্রদের মাঝখানে এমন ব্যাপার ঘটতে পারছে। ছাত্রাবাসে সংঘর্ষের খবরে আমরা উদ্বিগ্ন হই, কিন্তু এ সংঘর্ষ কেন ঘটছে তা কি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা উচিত নয়? ছাত্রদের কি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না? শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলাকে কি প্রশ্রয় দেয়া হয়নি? সবিনয়েই বলতে চাই, বিভিন্ন আমলের সরকার এবং দেশের রাজনৈতিক দলগুলিও কি এসব ব্যাপারে কিছু না কিছু অবদান রাখেননি?

কাউকে দোষী অভিযুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সবাই আত্মসমালোচনা করলে সমস্যার সমাধান সহজ হত বলে মনে করি। একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শিক্ষাঙ্গনের জটিল সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এ ব্যাপারে সরকার রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে আলোচনা এবং ন্যূনতম প্রশ্নে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রদের উদ্যোগে পরিদর্শন দল গঠনের খবরে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠেছি। সেলফ কারেকশন বা স্ব-সংশোধনের এই উদ্যোগ ব্যাপকতর হওয়া উচিত। সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র নেতাদের পরিদর্শন টিমের মত বিভিন্ন হলের নেতারা টিম গড়ে তুললে হয়ত মন্দ হয় না। অন্তত সাময়িকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। বিষয়টা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও চিন্তা করা দরকার। এ ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক দলগুলিরও অনেক কিছু করণীয় আছে।